সংবাদ

তারিখ ... 16 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

ঠাকুরগাঁওয়ে সর. প্রা. স্কুলে ৬৮৩ শিক্ষকের পদ শূন্য : ঝরছে শিক্ষার্থী

আখতার হোসেন রাজা, ঠাকুরগাঁও

শিক্ষক সংকটে ভুগছে ঠাকুরগাঁওয়ের অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম, পড়ালেখায় পিছিয়ে পড়ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। সে কারণেই প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ঝরে পড়ছে অনেক শিক্ষার্থী। এমন অভিযোগ অভিভাবকদের। তাদের দাবি, শিক্ষক সংকট দূর করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ঠাকুরগাঁও শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে চুয়ামণি ডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৪২ বছর আগে ৩টি ক্লাসরুম নিয়ে স্থাপিত হয় এই বিদ্যালয়ে বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩৮ জন। অথচ তাদের জন্য শিক্ষক রয়েছে মাত্র ২ জন, তারাও ঠিকমতো ক্লাস নেন না। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় লেখাপড়ায় পিছিয়ে যাচ্ছে তারা। আর অভিভাবকরা জানান, শিক্ষক সংকটে পাঠদান ঠিকমতো না হওয়ায় লেখাপড়ায় আগ্রহ হারাচ্ছে কোমলমতি শিশুরা। সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরাও। ঐ বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র নাবিল হোসেন ও ফরিদুল ইসলাম জানান, ঠিকমতো ক্লাস হয় না। তাই স্কুলের এসে খেলাধুলা করছি। শিক্ষার্থীর অভিভাবক মেনকা রানী জানান, ক্লাস ঠিকমতো না হওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে না আসার কারনে পিছিয়ে যাচ্ছে লেখাপড়া থেকে। এতে তাদের অভিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে।

চুয়ামণি গ্রামের আরেক অভিভাবক অমূল্য সেন জানান, দিন দিন স্কুলের উপস্থিতির হার কমছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে শিক্ষক সংকট দূর করে নিয়মিত ক্লাসে পাঠদান ও শিশুদের মনোযোগ বাড়াতে হবে।

চুয়ামণি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহজাহান আলী ক্লাস ঠিকমতো না হওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, দু'জন শিক্ষক দিয়ে এতগুলো শিক্ষার্থীর ক্লাস ঠিকমতো নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। দু'জন শিক্ষক দু'টি ক্লাসে থাকলে আরেকটি শ্রেণীর ক্লাস নেয়া বন্ধ থাকছে।

কালিকাগাঁও ডিহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, শিক্ষক সংকট থাকায় অতিরিক্ত চাপ নিতে হচ্ছে। এরপরও চেষ্টা হচ্ছে যেন শিক্ষার্থীদের ক্ষতি না হয়। জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একই অবস্থা। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে প্রাথমিক পর্যায় থেকে ঝরে পড়বে অনেক শিক্ষার্থী, ভেঙে পড়বে শিক্ষা ব্যবস্থা, এমন আশঙ্কা শিক্ষক নেতাদেরও।

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রাথমিক শিশু সমিতির সাধারণ সম্পাদক কমল কুমার রায় জানান, অবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হবে ছাত্রছাত্রীরা। তাই দ্রুত এ সংকট দূর করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানানো হচ্ছে। শিক্ষক সংকটের কথা স্বীকার করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু হারেছ চৌধুরী দ্রুত সংকট সমাধানের ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ৯১২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৩৫ টিতেই প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে ৪৪৮টি। শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গতিশীল করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

প্রধান শিক্ষক নেই ২৩৫ বিদ্যালয়ে